Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন :নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জায়মা জাহিন

রোলঃ 23090120322

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন :নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জায়মা জাহিন

রোলঃ 23090120322

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন :নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস? " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জায়মা জাহিন, আইডিঃ 23090120322 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন :নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Zaima Zahin

(স্বাক্ষর)

জায়মা জাহিন

আইডিঃ 23090120322

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ফেমিনিজম তথা নারীবাদ কি?.....5
নারীবাদ সম্পর্কে মূল বিষয়.....5
ফেমিনিজমের বিকৃত দিক:পারিবারিক ধ্বংসের সম্ভাবনা.....7
আধুনিক যুগের নারীদের চিন্তাভাবনা:.....7
ইসলামে নারীর মর্যাদা :.....8
কুরআন -সুন্নাহ তে নারীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:.....9
নারী নির্যাতন রোধে ইসলাম কি বলে?.....11
উম্মুল মুমিনীন ও নারী সাহাবীদের জীবন:.....16
কোরআনের বর্ণনায় নারীর ১০ বৈশিষ্ট্য :.....17
পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা :.....20
চরম নারীবাদ হটাতে আমাদের করনীয় :.....24

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

ফেমিনিজম তথা নারীবাদ কি?

নারীবাদ হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ইত্যাদি দিক থেকে একজন নারীকে একজন পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ সর্বক্ষেত্রে সমান এই চিন্তাকে লালন করা হয়।ফেমিনিজম মূলত একটি পশ্চিমা চিন্তার মতাদর্শ যেটি পশ্চিমা সভ্যতা পেরিয়ে অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়েছে।ফলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে পারিবারিক বন্ধন,যেটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নই।

নারীবাদ সম্পর্কে মূল বিষয়

- **লক্ষ্য:** নারীবাদ নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
- **উদ্দেশ্য:** এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
- **প্রকৃতি:** এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন যা নারী অধিকার এবং লিঙ্গ সমতার জন্য প্রচারণা চালায়।
- **বিভিন্ন ধারা:** সময়ের সাথে সাথে নারীবাদ বিভিন্ন ধারণার জন্ম দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে উদার নারীবাদ, র‍্যাডিকাল নারীবাদ, মার্কসবাদী নারীবাদ ইত্যাদি।
- **বৈষম্য দূর করা:** নারীবাদ লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী অবস্থান নেয়, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য যেমন বর্ণ, জাতি, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বৈষম্য।

ফেমিনিজমের উৎপত্তি

- **শব্দের উৎপত্তি:** ১৮৩৭ সালে ফরাসি দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ে প্রথম 'ফেমিনিজম' বা নারীবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন।

- **আনুষ্ঠানিক প্রচলন:** ১৮৭২ সালে ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসে এই শব্দটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯০ সালে যুক্তরাজ্যে এর প্রচলন শুরু হয়।
- **লক্ষ্য:** ফেমিনিজমের মূল লক্ষ্য হলো লিঙ্গ, জাতি, এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হওয়া বৈষম্য দূর করা এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন বলতে কি বোঝায়?

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন বলতে এমন অবস্থাকে বোঝায় যেখানে নারীবাদের আড়ালে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে পরিবার,সমাজ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় তথা ক্ষতি সাধন করে।পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং তার তন্ত্র মন্ত্রের যাতাকলে পড়ে ফেমিনিজম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিলীন হয়ে পড়ছে পারিবারিক ব্যবস্থা,যা মোটেও সমীচীন নই।

ফেমিনিজমের পৃষ্ঠপোষক কারা?

ফেমিনিজম তথা নারীবাদ মূলত নারীর সমঅধিকারের জন্য কাজ করে এবং এর পৃষ্ঠপোষক হলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ যারা এই ধারণাকে সমর্থন করেন।এর মধ্যে রয়েছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে অনেক দার্শনিক, লেখিকা,সাংবাদিক, সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।এই সব ব্যাক্তিবর্গ সমঅধিকারের কথা বলে গোটা সমাজব্যবস্থা এবং পরিবারকে করে তুলেছে বিপন্ন।

ফেমিনিজম প্রতিষ্ঠার পেছনে কারা দায়ী?

ফেমিনিজম কারো একক বা নির্দিষ্ট কোনো কারণে তৈরি হইনি বরং এটি একটি সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলন যার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি দায়ী। মূলত নারীবাদী আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন এবং লুক্রেটিয়া মট।যারা ১৮৪৮ সালের সেনেকা ফলস কনভেনশনে নারী অধিকারের জন্য কাজ শুরু করেন।অন্যদিকে এই ধারনার জন্য দায়ী করা হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যা নারী অধিকার কে সীমিত করেছে এবং তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে।

ফেমিনিজম কি সত্যিই নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করে?

ফেমিনিজম তথা নারীবাদ তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, নারীকে পুরুষের সমকক্ষ মনে করা, সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে জরুরি মনে করা। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল ফেমিনিজম তথা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নারীর মাধ্যমে যে পারিবারিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। ফেমিনিজম শুধু নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় করছে না বরং ধীরে ধীরে পরিবার ব্যবস্থা কে ভঙ্গুর করে তুলেছে, ফলে পরিবার হয়ে পড়ছে বিপন্ন এতে করে একটি পরিবার তার সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলছে।সুতরাং ফেমিনিজম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না বরং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সবক শিখিয়ে বরং নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

ফেমিনিজমের বিকৃত দিক:পারিবারিক ধ্বংসের সম্ভাবনা

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন বলতে আসলে বোঝানো হয় চরমপন্থার সেই দিকগুলোকে,যা নারীর অধিকার নয় বরং ফেমিনিজমের সমস্যা আন্দোলনে নয়—সমস্যা তার চরমপন্থী ব্যাখ্যায়।

১) পরিবারবিরোধী মনোভাব:

কিছু ধারায় পরিবারকে "বাঁধা" হিসেবে দেখানো হয়।ফলে বিবাহ, সম্পর্ক, দায়িত্ব—এসবকে গুরুত্বহীন ভাবা শুরু হয়।

২) পুরুষ নারীর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি:

সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্মানের বদলে "পুরুষ বনাম নারী" ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে।এতে দাম্পত্যে অহং, ভুল বোঝাবুঝি ও বিরোধ বৃদ্ধি পায়।

৩) বিবাহকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা:

"নারী সবকিছু একাই করতে পারবে" — সত্য কিন্তু যখন এ ধারণা পরিবার ও সম্পর্ককে অস্বীকার করে, তখন সমস্যা তৈরি হয়।

৪) মাতৃত্ব ও পরিবার গঠনে অনাগ্রহ:

ক্যারিয়ার-ফার্স্ট দর্শনে অনেক নারী পরিবার গঠনে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে।এতে সমাজে সম্পর্ক, সন্তান লালন-পালন, পারিবারিক বন্ধন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫) পুরুষকে স্বাভাবিকভাবে দোষী ভাবা:

কিছু চরম ফেমিনিজম পুরুষকে "অত্যাচারী শ্রেণি" হিসেবে উপস্থাপন করে।এতে সম্পর্কের বিশ্বাস,সম্মান ও ভালোবাসা নষ্ট হই।

আধুনিক যুগের নারীদের চিন্তাভাবনা:

আধুনিক যুগে নারীদের চিন্তাভাবনা বহুমুখী। সময় বদলাচ্ছে, প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক। এতে করে নারীরা ও থেমে নেই। তারা তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেষ্ট। পুরুষের পাশাপাশি কর্ম ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নারী। নারী চিকিৎসা, শিক্ষা, সর্বক্ষেত্রে তাদের বিচরণ। তারা তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন। নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে তারা বদ্ধপরিকর। তারা সমান অধিকার, ক্ষমতায়ন, স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট। আধুনিক যুগের নারীরা ঘরে বসে থাকতে চাই না, তারা চায় পুরুষের মতো সমান তালে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিতে।ফলস্বরূপ কি হই? সুন্দর, সুখী সমৃদ্ধ পরিবারগুলো হারিয়ে যায় ধ্বংসের অতল গহব্বরে।তাই নারীদের পশ্চিমা সমাজের এসব

কালচার থেকে বেরিয়ে এসে সমাজ ব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থাকে নতুন রূপে সাজাতে হবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে নারীর মর্যাদা :

ইসলাম নারীকে পুরুষের চেয়ে অধিক বেশি সম্মানিত করেছেন। একজন নারী মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, দায় দায়িত্ব গুলো সঠিকভাবে পালন করলে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করার সহজ। জান্নাত প্রত্যেক মুসলিমের এক আকাঙ্ক্ষিত আভাস। যেখানে কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, এবং না পাওয়ার কোন বেদনা নেই।

নারীরা একে অপরের সাহায্যকারী বন্ধু হওয়া, সৎকর্মশীল হওয়া, অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করা, বার্ষিক হজ পালন, জাকাত দেওয়াসহ ইবাদত-বন্দেগি পালন ও সামাজিক প্রায় সব কাজেই পুরুষের মতো নারীদের অংশগ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনা বাধ্যতামূলক। এসব কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীরা তাদের নৈতিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে পারে এবং আল্লাহমুখী আধ্যাত্মিক চেতনা গড়ে তুলতে পারে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় বিষয়টি সুস্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা বরেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে নবি! ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।' (সুরা মুমতাহিনা : আয়াত ১২)

কুরআন -সুন্নাহ তে নারীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

সমাজে যখন নারীর অবস্থান ছিল অমানবিক; তখন থেকেই ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা উন্নয়নের জন্য নজীরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্বজুড়ে নারী নির্যাতনের কিছু দিক তুলে ধরে তা প্রতিরোধে ইসলামের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ তুলে ধরা হলো-

১. নারী সৃষ্টিতে সেরা

মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ অতীব সম্মানিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ইসলাম জন্মগতভাবে মানুষকে এ মর্যাদা দিয়েছে। কেননা ইসলামের বিধিবিধান নারী-পুরুষ সবার জন্য সমানভাবে শাশ্বত ও চিরন্তন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ

'আর নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি।' (সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৭০)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত মানবিক সম্মান ও মর্যাদার বিচারে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কোনো নারীকে শুধু নারী হয়ে জন্মানোর কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীরাও মহান আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি।

২. ঈমান-আমলে নারীর মর্যাদা

ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান-আমলে নারী-পুরুষের মর্যাদাগত কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে বলে মনে করাও অজ্ঞতা। ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, মর্যাদা-লাঞ্ছনা এবং মহত্ত্ব-নীচতার মাপকাঠি হচ্ছে- তাকওয়া তথা পরহেজগারী এবং চরিত্র ও নৈতিকতা। তাকওয়া ও চরিত্রের মাপকাঠীতে যে যতটা খাঁটি প্রমাণিত হবে আল্লাহর কাছে সে ততটাই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِن فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَة وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ < مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক; আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব; যা তারা করত।' (সুরা নাহল : আয়াত ৯৭)

فَاسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَى بَعۡضُكُم مِّن بَعۡضٍ <

'অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক।' (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১৯৫)

৩. সমাজ বিনির্মাণে নারী

জীবনের সবরকম কর্ম তৎপরতা ও উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সব সময় একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে। আল্লাহ তাআলা এক্ষেত্রেও উভয়কে সম মর্যাদা দান করেছেন। তাদের পারস্পরিক মিলে জীবনের কঠিন কাজগুলো সহজ হয়ে যায়। উভয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। আল্লাহ বলেন-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

‘আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।’ (সুরা তাওবাহ : আয়াত ৭১)

৪. নারীকে দোষারোপ থেকে মুক্তি

গোটা দুনিয়া যখন নারীকে একটি অকল্যাণকর তথা সভ্যতার অপ্রয়োজনীয় উপাদান মনে করতো তখন ইসলাম নারীকে দিয়েছে অনন্য মর্যাদা। যেসব দোষ নারীকে দেওয়া হতো আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে আয়াত নাজিল করে নারীকে সেসব দোষ অপনোদন থেমে মুক্তি দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

‘নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তা ন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।’ (সুরা শুরা : আয়াত ৪৯-৫০)

এ কারণে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা আমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে এবং প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেও ভয় পেতাম; এ ভেবে যে, আমাদের সম্পর্কে কোনো আয়াত যেন নাজিল না হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আমরা প্রাণ খুলে তাদের সঙ্গে মিশতে শুরু করলাম।’ (বুখারি)

৫. কন্যা সন্তান হত্যা রোধে পুরস্কারের ঘোষণা

জাহেলিয়াতের যুগে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। ইসলামের ঘোষণা এলো এভাবে যে, না, তারাও জীবিত থাকবে এবং যে ব্যক্তিই তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে; মহান আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

‘যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে- কি অপরাধে তাকে হত্য করা হল?’ (সুরা তাকভির : আয়াত ৮-৯)

বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা সন্তানদের হত্যা প্রতিরোধে বিশেষ ঘোষণা দেন। হাদিসে পাকে এসেছে-

> হজরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, আর যে তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি কিংবা তার সঙ্গে লাঞ্ছনাকর আচরণ করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেয়নি; আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’ (আবু দাউদ)

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন পালন করেছে, তাদেরকে উত্তম আচরণ শিখিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করেছে; সে জান্নাত লাভ করবে।’ (আবু দাউদ)

৫. নারীর প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা নারীর প্রতি কোমল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

‘নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।’ (সুরা নিসা : আয়াত ১৯)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের কাঁচের সঙ্গে তুলনা করতেন। তাদের প্রতি সদয় হওয়ার তাগিদ দিতেন। তিনি বলেন-

‘কাঁচগুলোকে (স্ত্রীদেরকে) একটু দেখে শুনে যত্নের সঙ্গে নিয়ে যাও।’ (মুসলিম)

নারী নির্যাতন রোধে ইসলাম কি বলে?

ইসলাম নারীর শিক্ষা অর্জনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান করেছে। এমনকি ইসলামি শরিয়াতের সীমার মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষের মতো শ্রম-সাধনা করায় নারীর সমান অংশগ্রহণের অনুমতিও রয়েছে।

ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। যেখানে নারীরা তাদের মান মর্যাদা ও ইজ্জত-আব্রু হেফাজরে নিশ্চয়তাই পায় না বরং নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পায় সঠিক দিকনির্দেশনা। কুরআনুল কারিমের নির্দেশনাগুলো তুলে ধরা হলো-

১. নারীর নিরাপত্তায় উপদেশ

ইসলাম নারীর সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করেছে। রাস্তায়, কর্মস্থলে ও যত্রতত্র নারীদের হয়রানি করা তো দূরের কথা বরং ইসলাম নারীদের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দিতেও কঠোর নির্দেশ দেয়। আল্লাহ বলেন-

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

'হে রাসুল! আপনি) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।' (সুরা নুর : আয়াত ৩০)

আর কেউ যেন নারীকে হয়রানি না করে সে জন্য নারীকে বোনের দৃষ্টিতে দেখার ঘোষণা দেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেন-

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَال

'নারীরা পুরুষদের সহোদরা (বোন)।' (আবু দাউদ)

২. ব্যভিচার-ধর্ষণ-অপবাদ রোধের ঘোষণা

ইসলাম ব্যভিচার, দেহব্যবসা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও দেহপ্রদর্শনীকে নিষিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলামে নারীকে ধর্ষণ করা কিংবা ধর্ষণের চেষ্টা করা এবং নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি ঘোষণা করেছে। যাতে খারাপ চিত্তের পুরুষগণ এসব অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত থাকে। একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً <

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।' (সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৩২)

وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ <

'আর তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছাকাছি যেও না।।' (সুরা আল-আনআম : আয়াত ১৫১)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ < وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।' (সুরা নুর : আয়াত ১৯)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ <

'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি।' (সুরা নুর : আয়াত ২৩)

৩. নারীর অধিকার বাস্তবায়নের নির্দেশ

ইসলাম নারী দিয়েছে সম্পদের অধিকার। এ অধিকার আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। চাইলে যে কেউ নারীকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার করবে এমন অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন কোরআনুল কারিমের এ আয়াতে-

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا

‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু’জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুই-এর অধিক, তবে তাদের জন্য ওই মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের বাবা-মার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের ছেলে থাকে। যদি ছেলে না থাকে এবং বাবা-মা ওয়ারিস হয়, তবে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। ওসিয়ত পূরণ করার পর; যা (ওসিয়ত) করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের বাবা ও ছেলের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’ (সুরা নিসা : আয়াত ১১)

এ আয়াতে নারী ক্ষেত্র বিশেষ যেমন পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে; আবার ক্ষেত্র বিশেষ নারীর সমান অর্ধেক সম্পত্তিও পাবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ঘোষণা করেছে ইসলাম।

৪. মোহর দেওয়ার নির্দেশ

নারীর মোহরানার অধিকার সম্পর্কেও ইসলাম সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ <

হে নবি! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদের আপনি মোহরানা প্রদান করেন।’ (সুরা আহজাব : আয়াত ৫০)

وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا <

‘আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।’ (সুরা নিসা : আয়াত ৪)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

‘হে নবি! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা (মোহর) ফরজ করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।’ (সুরা আহজাব : ৫০)

৫. নারীর প্রতি নির্যাতন নয়

নারীকে যে কোন ছুঁতোয় দৈহিকভাবে কিংবা মানসিকভাবে নির্যাতন করা ইসলামি শরীয়তে বৈধ নয়। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনে তার কোনো স্ত্রী কিংবা কন্যার গায়ে হাত তোলেননি।

বাসা-বাড়ীতে কর্মরত কাজের মেয়ে কিবং বুয়ারাও ক্রীতদাসী নয়। ইসলামে ক্রীতদাস প্রথাবিলোপ করা হয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাস-দাসীদের ব্যাপারে বিশেষ নসিহত পেশ করেছেন-

‘তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান! তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান! তোমাদের দাসদাসীদের ব্যাপারে সাবধান! তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খেতে দেবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকে তা পরতে দেবে।’ (মুসনাদ আহমাদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা)

৬. নারীকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি

ইসলামে নারীকে অপবাদ দেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে-

> وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

‘যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফারমান।’ (সুরা নুর : আয়াত ৪)

৭. তালাকের অপব্যবহার রোধ

স্বামী-স্ত্রীর অস্বস্তিকর জীবনের সুন্দর সমাধানের জন্য ইসলাম তালাকের বিধান রেখেছে। স্বামীর হাতে যদিও তালাকে প্রাথমিক অধিকার ন্যস্ত হয়েছে, কিন্তু সে অধিকার অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করাও ইসলামি শরিয়তে আরেকটি অন্যায় ও গোনাহের কাজ হিসেবে বিবেচিত।

মনে রাখা জরুরি

বিয়ে যেভাবে সামাজিক সমঝোতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে ঠিক তেমনি তালাকও উভয়ের বোঝাপড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয় ইসলাম। এ ব্যাপারে ইসলামের দিকনির্দেশনা হলো এমন-

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।' (সুরা নিসা : আয়াত ৩৫)

অতঃপর করণীয় কী হবে? এ সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা বলেন-

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'তালাকে-'রাজঈ' হলো- দুবার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর তাদের কাছ থেকে নিজের দেওয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না; অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম।' (সুরা বাকারা : আয়াত ২২৯)

৮. পরকালের জবাবদিহিতা

প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককেই তার কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং যে বা যারা নারী নির্যাতন করে থাকে; তাদের এ কথা স্মরণ রাখা জরুরি যে, এ নির্যাতনের জন্য অবশ্যই তাকে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। আর এ জবাবদিহিতাই মানুষকে নারী নির্যাতনসহ যে কোনো অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। জবাবদিহিতা থাকলে নারী-পুরুষ সবাই উত্তম চরিত্রের মুসলিমে পরিণত হবে ইন শা আল্লাহ। মুসলিম উম্মাহর উচিত, নারী প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত সব হক যথাযথভাবে আদায় করা। নারীকে মর্যাদা দেওয়া। নারীর মর্যাদা রক্ষায় কুরআন-সুন্নাহর ওপর যথাযথ আমল করা।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহসহ সবাইকে নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদায় ইসলামের বিধান মেনে চলার তাওফিক দান করুন। বিশ্বজুড়ে সবাইকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের বিভিন্ন ইতিবাচক দিকগুলো বাস্তবায়নের তাওফিক দান করুন। আমিন।

উম্মুল মুমিনীন ও নারী সাহাবীদের জীবন:

উম্মুল মুমিনীন ও নারী সাহাবীদের জীবন আমাদের মত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। তারা সব সময় সহজ, সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। ইসলামের শুরু থেকে তারা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের পাশে থেকে সাহস জোগাতেন। তাদের নিজেদের দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত রাখতেন। মুসলিম নারীদের জন্য উম্মুল মুমিনীন এবং নারী সাহাবীদের জীবন থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে। একজন নারী কিভাবে গড়ে উঠবে, কিভাবে তার ভেতরে,সমাজে, পরিবারে সে প্রভাব বিস্তার করবে তার উদাহরণ আমাদের এই উম্মুল মুমিনীন এবং নারী সাহাবীদের জীবনী খুঁজলে দেখা মিলবে।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শত্রুদের দ্বারা বারবার নির্যাতিত হচ্ছিল তখন তার স্ত্রীরা তাকে সাহস জুগিয়েছেন,ভালোবাসা দিয়েছেন এবং দ্বীনের খেদমতে তাদের উজাড় করে দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনীন (বিশ্বাসীদের মাতা) হলেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ, যাদের জীবন ছিল ইমান, জ্ঞান এবং ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে, নারী সাহাবীরা ইসলামের সূচনা ও প্রসারে অসামান্য অবদান রেখেছেন। নবীপত্নী হিসেবে, উম্মুল মুমিনীনরা সরাসরি ওহীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তারা মুসলিম নারীদের জন্য আদর্শ হিসেবে নিজেদের জীবন গড়ে তুলেছিলেন।

হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ): তিনি ছিলেন নবীজির প্রথম স্ত্রী এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নারী। ইসলামের প্রাথমিক প্রচার-প্রসারে তিনি নবীজিকে মানসিকভাবে সমর্থন ও অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করেছিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ): জ্ঞানচর্চা ও হাদিস বর্ণনায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নারী সাহাবী। তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০ এবং অনেক বিশিষ্ট সাহাবী তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ): তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মহিলা। হুদাইবিয়ার সন্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি নবীজিকে বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন।

হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রাঃ): তিনি তার অসাধারণ আলোচনা ও সমঝোতার কৌশলের জন্য পরিচিত ছিলেন।

অসংখ্য নারী সাহাবী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের মহানুভবতা ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন:

হযরত সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত (রাঃ): তিনি ছিলেন ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী প্রথম শহীদ।

হযরত নুসাইবাহ বিনতে কা'ব (রাঃ): তিনি উহুদের যুদ্ধে একজন সাহসী যোদ্ধা ও নার্স হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন, যা তার বীরত্বের প্রমাণ।

হযরত আল-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রাঃ): তিনি একজন চিকিৎসক এবং শিক্ষিকা ছিলেন, যিনি জ্ঞানচর্চায় নারীদের অগ্রগতির পথ খুলে দিয়েছিলেন।

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ): তিনি ছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বোন এবং মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও খাবার সরবরাহে সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন।
উম্মুল মুমিনীন এবং নারী সাহাবীদের জীবন মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তাদের জীবন থেকে নারীরা ইমান, জ্ঞান অন্বেষণ, সমাজসেবা এবং প্রয়োজনে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা লাভ করে।

কোরআনের বর্ণনায় নারীর ১০ বৈশিষ্ট্য :

পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা নারীদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তাদের উল্লেখ করেছেন কন্যা, বোন, মা, নারী, স্ত্রী, যুবতি, মুমিনা, মুসলিমা ইত্যাদি শব্দে। নারীদের সামগ্রিক আলোচনার পাশাপাশি কিছু নারীর প্রশংসামূলক বর্ণনা এসেছে। আরও এসেছে পাপী নারী ও তার পরিণতির কথাও। কোরআনে নারীর আলোচনা যেভাবেই আসুক না কেন, তা মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয়। নিচে কোরআনে বর্ণিত নারীর ১০টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

১) চারিত্রিক পবিত্রতা

অশ্লীল ও অমার্জিত আচরণ নয়, বরং সংযত চলাফেরা, দৃষ্টি অবনত রাখা ও লজ্জাস্থানের হেফাজত মুমিন নারীর অনন্য গুণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মুমিন নারীকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।’ (সুরা নুর: ৩১)
আল্লাহ তাআলা শুধু নারীদের সাধ্বী হওয়ার নির্দেশ দেননি; বরং সাধ্বী নারীর প্রশংসাও

করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'ইমরানের কন্যা মারইয়াম—যে তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছে।' (সুরা তাহরিম: ১২)

২) লজ্জা ও শালীনতা

লজ্জা ও শালীনতা মুমিন নারীর মর্যাদা ও সৌন্দর্যের ভিত্তি, যা তার পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন। নারী এমনভাবে চলাফেরা করবে না, যা মানুষকে পাপে উদ্বুদ্ধ করে। পবিত্র কোরআনে এক নারীর শালীন আচরণের প্রশংসায় বর্ণিত হয়েছে, 'তখন নারীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পায়ে তার কাছে এলো।' (সুরা কাসাস: ২৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, '.. তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের জন্য সজোরে পা না ফেলে। হে মুমিনরা! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। যেন তোমরা সফল হও।' (সুরা নুর: ৩১)

৩) জিহ্বার ব্যাধি

জিহ্বার ব্যাধি বলতে অর্থহীন কথা, পরচর্চা, অশ্লীলতা, অভিশাপ, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, গোপনীয়তা প্রকাশ, মিথ্যা কথা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা শুধু পুরুষকে নয়, নারীকেও এসব ব্যাধির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'কোনো নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়েছে সে উপহাসকারিণীর চেয়ে উত্তম হতে পারে।' (সুরা হুজরাত: ১১)

৪) দীন পালনে পুরুষের সহযোগী

দীন পালন ও প্রতিষ্ঠায় পুরুষের সহযোগী নারী। এটি মুমিন নারীর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজে আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে, তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা তাওবা: ৭১)

৫) পুরুষের মানসিক আশ্রয়

বাহ্যত পুরুষ নারীর অভিভাবক হলেও আল্লাহ নারীকে পুরুষের মানসিক আশ্রয় বানিয়েছেন এবং দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহর নিদর্শন হলো—তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের ভেতর থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা রোম: ২১)

৬) বংশীয় অহংকার

কোরআনে এমন অহঙ্কারের ব্যাপারে নারীকে সতর্ক করা হয়েছে। মহানবী (স.) জয়নব বিনতে জাহাস (রা.)-কে জায়েদ বিন হারিসা (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে তিনি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কেননা তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের আর জায়েদ (রা.) আগে দাস ছিলেন। এই জাত্যভিমানের ব্যাপারে ইরশাদ হয়, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা কোনো মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' (সুরা আহজাব: ৩৬)

৭) স্বামীর আনুগত্য ও আত্মত্যাগ

ইসলামি শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা এবং সুখে-দুঃখে তাঁর পাশে থেকে সাহস জোগানো মুমিন নারীর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা আইয়ুব (আ.)-এর স্ত্রীর প্রশংসা করেছেন —যিনি চরম অসুস্থতা ও দরিদ্রতার মধ্যেও স্বামীর পাশে ছিলেন। ইরশাদ হয়েছে, 'স্মরণ করো, আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো। এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়। আমি তাকে দান করেছিলাম তাঁর পরিজনবর্গ ও তাদের মতো আরো, আমার অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য উপদেশস্বরূপ।' (সুরা সাদ: ৪১-৪৩)

৮) মোহনীয় বাকভঙ্গি

নারীর রূপ, ভঙ্গি ও কথার মোহময়তা সর্বজনবিদিত। রূপের মতো কথার মায়াজালেও সে আটকাতে পারে পুরুষকে। দুর্বল চরিত্রের পুরুষ সহজেই মোহগ্রস্ত হয় তার কথায়। পবিত্র কোরআনে নারীর কথার জাদুময়তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে তোমরা পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়।' (সুরা আহজাব: ৩২)

কোরআনের ব্যাখ্যাকারগণ এই আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, কথার এই কোমলতা ও মোহনীয় ভঙ্গি নারীর বিশেষ গুণ। যা তার স্বামী ও আপনজনের জন্য যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি দুর্বল ঈমানের পুরুষ—যার প্রলুব্ধ হওয়ার ভয় আছে তার সামনে তা প্রকাশ করা নিন্দনীয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির ও তাফসিরে তাবারি)

৯) ঈর্ষা

ঈর্ষা কখনও নারীর ভেতরে প্রবল হয়ে ওঠে। মহানবী (স.)-এর কয়েকজন স্ত্রী এই প্রবণতার শিকার হলে আল্লাহ তাঁদের সতর্ক করে বলেন, 'স্মরণ করো—নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপন একটি কথা বলেছিলেন। অতঃপর যে যখন তা অন্যকে বলে দিল এবং

আল্লাহ তা নবীকে জানিয়ে দিলেন, তখন নবী এই ব্যাপারে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু অব্যক্ত রাখলেন। যখন নবী তা সেই স্ত্রীকে জানালেন, তখন সে বলল, আপনাকে এটা কে অবহিত করল। নবী বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।' (সুরা তাহরিম: ৩)

১০) মার্জিত ভাষা

আল্লাহ তাআলা নারীদের মার্জিত ভাষা ব্যবহার করতে বলেছেন। যা অস্পষ্টতা, জড়তা ও পাপের ইঙ্গিতবহ হবে না। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা ন্যায়সংগতভাবে কথা বলো।' (সুরা আহজাব: ৩২)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতে ব্যবহৃত 'কাওলাম-মারুফা'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'নারীরা অনুচ্চ ভাষায় এমনভাবে কথা বলবে, যা শরিয়ত নিষেধ করেনি এবং মানুষের কাছেও তা শুনতে খারাপ মনে হয় না।' (তাফসিরে কুরতুবি)

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, 'নারীরা সুন্দর, মার্জিত ও কল্যাণবহ কথা বলবে।' (তাফসিরে ইবনে কাসির)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সকল নারীকে তাদের বৈশিষ্ট্যে নিয়ে কোরআনের নির্দেশনাগুলো মেনে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা :

একটি আদর্শ পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবার হলো এমন একটি আবাস যেখানে আমরা সারাদিনের ক্লান্তি শেষে স্বস্তি খুঁজে বেড়াই।পরিবারে সবাই যদি একে অপরের প্রতি মুহাব্বতের দৃষ্টি দেই তবে সব না পাওয়ার যাতনা সহসায় দূর হয়ে যায়।অপরদিকে,পরিবার যদি হই বিপন্ন, সেখানে শান্তি তো দূরের কথা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়াটাই দ্বায়ভার হয়ে যায়।

একটি পরিবার গড়ে ওঠে নারী ও পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায়। বলা যায় সংসারের প্রাণ হিসেবে বিরাজ করে নারী। পুরুষ যখন জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত হয় তখন নারীই তাকে পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ে সহযোগিতা করে। যেখানে একজন পুরুষ পরিবারের হাল ধরেছে, সেখানে তার পেছনে রয়েছে একজন নারীর প্রেরণা। তাইতো মহান রাব্বুল আলামিনের ঘোষণা- 'তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া। যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে।' (সুরা আরাফ : ১৮৯)

নারী পরিবারের জননী। জননী হিসেবে একজন নারীকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সন্তানের জন্মদান থেকে শুরু করে বড় করে তোলা পর্যন্ত মা চরম কষ্ট সহ্য করেন যেই কষ্টের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো কষ্টের তুলনা হয় না। এই কষ্টের স্বীকৃতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআনে দিয়েছেন- 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরের হয় নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।' (সুরা লোকমান : ১৫)। মায়ের হাতেই একজন সন্তানের শিক্ষার হাতেখড়ি। তাইতো নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।'

একজন নারী পরিবারের জন্য যেভাবে নিজেকে উজাড় করে দেন, তার কোনো বিনিময় পৃথিবীতে নেই। সব ধরনের পরিস্থিতিতে তারা পরিবারকে আগলে রাখেন, পরিবারের মানুষদের অনুপ্রেরণা জোগান। নিজে না খেয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই স্বামী-সন্তানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। একটা নারী প্রতিদিন স্বামী-সন্তান ও নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে যান। তাদের এই ত্যাগ বিফলে যাওয়ার নয়। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

একবার আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) এক আনসারি নারী সাহাবি নবীজির দরবারে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, পুরুষরা যখন জিহাদে বের হয় আমরা তখন তাদের পরিবার, অর্থ-সম্পদ এবং সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্বে ব্যস্ত থাকি, তাহলে আমরা কি এর প্রতিদান পাব? তখন নবীজি (সা.) সামনে বসা সাহাবিদের উদ্দেশ করে বলেন, দেখেছ দ্বীনি বিষয়ে এই নারী কত চমৎকার প্রশ্ন করেছে! তারপর ওই নারীকে নবীজি বলেন, তোমরা স্বামীর অনুপস্থিতিতে তোমাদের সতীত্ব রক্ষা করবে, স্বামীর সন্তুষ্ট অনুযায়ী চলার চেষ্টা করবে এবং সন্তানদের দেখাশোনা করবে, তাহলে তোমরাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এর যথাযথ প্রতিদান পাবে। (শুয়াবুল ঈমান বায়হাকি, হাদিস : ১১/১৭৭)

কথায় আছে, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' সন্তানদের পরিচর্যা, অতিথিদের আতিথেয়তা সবকিছুর দেখাভাল একজন নারীই করে থাকেন। পুরুষ সম্পদ উপার্জন করেন ঠিকই কিন্তু সে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নারীই করেন। তাইতো কবি নজরুল বলেছেন, 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

নারীদের নিয়ে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনিঃসৃত হাদীস :

নারীদের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে নারী প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়বে,রমাদান মাসে সাওম রাখবে,নিজের সতীত্ব রক্ষা করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে,জান্নাতের সবগুলো দরজা তার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।সে যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছেমতো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

মুসনাদে আহমাদ:১৬৬১

স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর ভুমিকা :

স্ত্রী ও মা হিসেবে নারী পরিবারে স্নেহ, মায়া ও প্রীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রশান্তির মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত হন। ইসলামে নারীকে কন্যা, স্ত্রী ও মা হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান, মর্যাদা এবং ভালোবাসার আসনে বসানো হয়েছে, যেখানে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্ত্রী হিসেবে মায়ের ভূমিকা ও মর্যাদা:

সহচর ও পরিপূরক : ইসলামে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "তারা (নারীরা) তোমাদের আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের আবরণ" (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭)।

মর্যাদা ও সম্মান: পুরুষের ভালো-মন্দের বিচার তার স্ত্রীর কথায় প্রমাণ হয় বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, একজন নারীর মতামত ও সিদ্ধান্ত পুরুষের সম্মানকে প্রভাবিত করে।

স্নেহ ও আন্তরিকতা: স্ত্রী হিসেবে নারী পরিবারে স্নেহ, মায়া-মমতা ও আন্তরিকতা যোগান।

মা হিসেবে নারীর ভুমিকা ও মর্যাদা:

শিক্ষার কেন্দ্র : মা হলেন পরিবারের প্রধান শিক্ষিক ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের কেন্দ্র।

অসীম সম্মান: ইসলামে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত বলা হয়েছে, যা মায়ের মর্যাদার সর্বোচ্চ স্থানকে নির্দেশ করে।

প্রশান্তির উৎস: মা হিসেবে নারী পরিবারে স্নেহ, মায়া, মমতা ও প্রশান্তি নিয়ে আসেন

পরিবার এক অনন্য মেলবন্ধন :

পরিবার হলো এমন একটি আবাস যেথায় সমস্ত ক্লান্তি, অবসাদ শেষে এক টুকরো জান্নাতি পরিবেশ তৈরি হই।মা তার সন্তানকে বুকে আগলে নিচ্ছে,মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে,ভুলত্রুটি গুলো বুঝিয়ে বুঝিয়ে শুধরে নিচ্ছে,উত্তম তরবিয়াহ দিচ্ছে, আল্লাহর স্মরণে হৃদয় সিক্ত করছে সুবহানাল্লাহ। অপরদিকে,স্বামী রাজ্যের সমস্ত ক্লান্তি শেষে তার ছোট্ট নীড়ে ফিরে আসছে যেথায় কোনো কষ্ট নাই, ক্লেশ নাই।স্ত্রী আর সন্তানদের কিচিরমিচির ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে আসছে চারপাশের পরিবেশ,আলহামদুলিল্লাহ। এই সুখ কি কোটি টাকার বিনিময়ে ও আদতে কেনা সম্ভব? না একটু ও নই!

এই সুখ শুধু অনুভব করা যায় হৃদয়ের গভীর থেকে।তাই বলা হই-

“পরিবার এক অনন্য মেলবন্ধন “

চিন্তার প্রসার নাকি পারিবারিক ধ্বংস?

একজন নারী মা হিসেবে,বোন হিসেবে,স্ত্রী হিসেবে অনন্য। তার তুলনা হই না।কিন্তু কিছু বোন নিজেদের অধিকারের সবক শিখিয়ে বরং নিজেদের অধিকারকেই সংকুচিত করে ফেলছে।ফলে চিন্তার প্রসারের নামে অধিকার আদায় তো হচ্ছেই না বরং তিলে তিলে গড়ে উঠা পারিবারিক ব্যবস্থাগুলো ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে,ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে পারিবারিক ব্যবস্থা। ফলে কি হচ্ছে?

বিভিন্ন অন্যায় অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে,ফ্রি মিক্সিং পরিবেশ তৈরি হচ্ছে,ভালোবাসার নামে যিনা ব্যভিচার বেড়ে যাচ্ছে।এতে কি চিন্তার আদতে কোনো প্রসার হচ্ছে? না,মোটেও নই।

নারীর অধিকার ফলাতে গিয়ে পারিবারিক ধ্বংস :

আমাদের সমাজের সো কল্ড নারীবাদী বোনেরা নিজেদের অধিকার আদায়ের নামে নিজেদের অস্তিত্বকেই যে চিরতরে হারিয়ে ফেলছে তা তাদের বোধগম্য হচ্ছে না।নারী অধিকার,নারী অধিকারের নামে যে আন্দোলনে মুখরিত হয়ে পড়ছে চারপাশের পরিবেশ মূলত তা অরাজকতা তৈরি করছে, বরং নারীর অধিকারের কিঞ্চিৎ আদায় করা সম্ভবপর হচ্ছে না।আহা! আমাদের সুশীল সমাজের বোনেরা এটা কখন বুঝবে!

পশ্চিমা কালচার আমাদের এমনভাবেই ঝেঁকে বসেছে যে তা আমাদের অস্তিত্বকেই ধীরে ধীরে বিলীন করে দিচ্ছে,আমাদের পরিবার ব্যবস্থা হয়ে পড়ছে নড়বড়ে। হারিয়ে যাচ্ছে পুরনো সেই পারিবারিক ব্যবস্থা। ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে আলহামদুলিল্লাহ। নারীর অধিকার অবশ্যই আছে।কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি-

- শ্রদ্ধা হারিয়ে যায়

- পরিবার অবহেলিত হই
- দায়িত্ব ছাড়তে হই
- ইগো বেড়ে যাই
- সম্পর্কের প্রতি নরম মনোভাব থাকে না।

তখন পরিবার আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।এটাই " নারীর অধিকার ফলাতে গিয়ে পারিবারিক ধ্বংস "কথার সারমর্ম।

চরম নারীবাদ হটাতে আমাদের করনীয় :

আমাদের সমাজের নারীরা পিছিয়ে নেই।তারা শিক্ষা -দীক্ষায় নিজেদের স্বাবলম্বী করার প্রয়াস চালাচ্ছে।কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো,অতিরিক্ত স্বাবলম্বী হওয়ার সবক শিখিয়ে তারা নিজেদের পুরুষের সমকক্ষ আখ্যা দিচ্ছে।ফলে উদ্ভব হচ্ছে নতুন নতুন সব সমস্যার।নারীরা নিজেদের চার দেয়ালে, পরিবারকে বোঝা মনে করছে।ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে পড়ছে পারিবারিক সে সুদৃঢ় বন্ধনগুলো।

ইসলাম আমাদেরকে কখনোই নারীর প্রতি সহিংসতা শেখায় না বরং নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াটাই ইসলাম আমাদেরকে শেখায়।তবুও কিছু মুসলিম বোন ইসলামের এই সুন্দর বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো দিব্যি জীবন যাপন করছে।এতে হারিয়ে যাচ্ছে পর্দার বিধান,রাসুলুল্লাহ এর সুন্নাহময় জীবন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্টি।একটা উক্তি আমাদের বিবেককে ভীষণ নাড়া দেই,

"যে তার রব্ব কে পেলো,সে কি হারালো?
আর যে তার রব্ব কে হারালো, সেই কি বা পেলো"

ইসলামের আলোকে নারীবাদের নেতিবাচক দিক দূর করতে করণীয় হলো **ন্যায়, দায়িত্ব ও মর্যাদার ভারসাম্য** প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম কোনো পক্ষকে বাড়িয়ে অন্য পক্ষকে ছোট করে না; বরং উভয়ের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে। নিচে ইসলামী দৃষ্টিতে করণীয়গুলো স্পষ্টভাবে দেওয়া হলো।

১)নারী পুরুষের আল্লাহ নির্ধারিত দায়িত্ব ও অধিকার স্পষ্ট করা

ইসলাম পুরুষ–নারীকে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং **পরস্পরের সহযোগী** করেছে।

করণীয়:

- কুরআন ও সহিহ হাদিস অনুযায়ী উভয়ের ভূমিকা বুঝতে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া

- দায়িত্ব (কওয়াম), হিফাজত, সম্মান, উত্তরাধিকার, পোশাক—এসব বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা দূর করা।

২. পরিবারকে শক্তিশালী করা

নারীবাদের চরম ব্যাখ্যা সাধারণত পরিবার দুর্বল হলে ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলাম পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়তে বলে।

করণীয়:

- দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার
- স্ত্রীর অধিকার রক্ষা (মাহর, ভরণ-পোষণ, সম্মান)
- স্বামীর অধিকার পালন
- সন্তানদের সঠিক আকিদা ও শিষ্টাচার শেখানো

৩. পর্দা ও পবিত্রতার ধারণা প্রতিষ্ঠা

ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা হলো **পবিত্রতা রক্ষা**।

করণীয়:

- নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দা, নম্রতা, চোখের হিফাজত সম্পর্কে সচেতন করা
- অশ্লীলতা কমিয়ে আল্লাহভীতি বাড়ানো

৪. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা

ইসলাম জুলুম নিষিদ্ধ করেছে। অনেক সময় নারীরা অধিকারহীনতার কারণে ভুল ধারণায় ভর করে চরম নারীবাদের দিকে যায়।

করণীয়:

- নারীর প্রতি অন্যায়, নির্যাতন, জোর-জবরদস্তি বন্ধ করা
- দাম্পত্য বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতা
- কাজের জায়গা ও সমাজে নৈতিক আচরণ নিশ্চিত করা

৫. অজ্ঞতা, ভুল ব্যাখ্যা ও চরমপন্থা দূর করা

ইসলাম মধ্যপন্থাকে উৎসাহ দেয়।

চরম নারীবাদ যেমন ভুল, তেমনি নারীর প্রতি অন্যায়ও ভুল।

করণীয়:

- ধর্মীয় শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া
- সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামী জ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রচার
- বেপরোয়া স্বাধীনতা বা পুরুষবিদ্বেষী ধারণা যে ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয় সেটা স্পষ্ট করা

৬. আল্লাহর কাছে ভয় ও তাকওয়া বৃদ্ধি

ইসলামে নারী–পুরুষের সম্পর্কের মূল হলো আল্লাহভীতি।

করণীয়:

- নামাজ, রোজা, দ্বীনি শিক্ষা
- ঘরে কুরআন–হাদিস অধ্যয়ন
- পরস্পরের সাথে সদাচরণকে ইবাদত হিসেবে দেখা

ইসলাম চায় না পুরুষ–নারী বিরোধ সৃষ্টি হোক।

ইসলাম বলে—

অধিকার দাও, দায়িত্ব পালন করো, পরস্পরকে সম্মান করো, পরিবারকে রক্ষা করো।

এগুলো বাস্তবায়িত হলে চরম নারীবাদ বা ভুল চিন্তা শক্তি পায় না।

শেষকথা:

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়,নারীবাদ একটি পশ্চিমা আদর্শ।তারা নারীর অধিকারের কথা বলে নারীকে বরং তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।ইসলাম নারীকে তার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করেছে এবং তার প্রাপ্য অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিতে তার উর্ধতনদের আদেশ করেছে।একজন নারী মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে শ্রেষ্ঠ। নারী তার পিতার সম্পত্তিতে যেভাবে অগ্রাধিকার পাবে, একই সাথে পাবে বিবাহের সময় মোহর।নারী ঘরের রাণী।একজন নারী তার পরিবারকে নিজের মতো করে সাজিয়ে রাখবে।তার স্বামীর নিকট জগতের সমস্ত ক্লান্তি নীড়ে এসে ফিকে হয়ে যাবে।সন্তানরা মায়ের কোলে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।আমরা নারীকে অবশ্যই তার অধিকার ফিরিয়ে দিবো কিন্তু সেটা পারিবারিক ধ্বংসের মাধ্যমে নই বরং পরিবারকে গঠন করার মাধ্যমে। তবেই অর্জিত হবে দুনিয়া আখিরাতের সফলতা। একজন মুমিনা নারীর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্টির চেয়ে মূল্যবান আর কি আছে?আলহামদুলিল্লাহ।

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুক,আমাদের দুনিয়া আখিরাতকে সহজ সুন্দর করে দিক,আমাদের হিফাজত করুক।আমীন ইয়া রব্বাল আ'লামীন"।

রেফারেন্স :গুগল, চ্যাটজিপিটি।